কনফারেন্সের খসড়া পরিলেখ *৯ জুন, ২০১৯*	*এখানে উল্লেখিত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সবার অংশগ্রহণ এখনো নিশ্চিত নয়। যাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত তাঁদের নামের পাশে সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই পরিলেখটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। জুনের মাঝামাঝিতে চূড়ান্ত পরিলেখটি প্রকাশ করা হবে।*
শিরোনাম	উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে তৃতীয় পক্ষের উন্নয়ন: বাংলাদেশের এনজিও/সুশীল সমাজ **ইতিবাচক অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ও স্থানীয়করণ**
উদ্দেশ্য	উন্নয়নের কার্যকারিতার (Development Effectiveness), অংশীদারিত্বের নীতিমালা (Principles of Partnership), চার্টার ফর চেঞ্জ (Charter of Change) এবং গ্রান্ড বারগেন (Grand Bargain) বিষয়ে দেশব্যাপী আলোচনা-পর্যালোচনার পর সুশীল সমাজ/এনজিওদের এই জাতীয় সম্মেলন/কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যার মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো: ১. এনজিওদের নিজস্ব জবাবদিহিতার স্বপ্রণোদিত সনদ প্রকাশ করা ২. সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের (আন্তর্জাতিক এনজিও/ দাতা সংস্থার) কাছে এনজিও/সুশীল সমাজের প্রত্যাশার সনদ প্রকাশ করা এবং স্থায়িত্বশীল এবং সার্বভৌম এনজিও খাত গড়ে তোলার সহায়ক পরিবেশ তৈরির সুপারিশ প্রণয়ন ৩. সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে, বিশেষ করে সরকারের সঙ্গে এনজিও/সুশীল সমাজের ইতিবাচক অংশগ্রহণ, সহায়তা এবং সমন্বয় নিশ্চিত করা, এবং ৪. এসডিজি লক্ষ্য অর্জন, ভিশন ২০২১ এবং ২০৪১ পূরণে সরকারকে সহযোগিতা করা
তারিখ, স্থান ও সময়	৬ জুলাই, ২০১৯, শনিবার, সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৫টা। কৃষিবিদ ইন্সটিটিউট বাংলাদেশ মিলনায়তন, ফার্মগেট, ঢাকা। **সকাল ৮টা থেকে ৯.১৫টা সকালের নাস্তা এবং নিবন্ধন।**
আয়োজনে	কোস্ট ট্রাস্ট, সহযোগিতায় অক্সফামের ELNHA প্রকল্প
প্রেক্ষাপট	অংশীদারিত্বের মূলনীতি (PoP) ২০০৭ সালে ঘোষণা করা হয়েছিলো। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিও (আইএনজিও) এবং বিশ্বব্যাংকসহ ৪০টি প্রতিষ্ঠান এই নীতিমালা স্বাক্ষর করেছে। চার্টার ফর চেঞ্জ (C4C) ঘোষিত হয় ২০১৫ সালে এবং প্রায় ৪০টি বিশিষ্ট আইএনজিও, ১৫০ টিরও বেশি জাতীয় ও স্থানীয় এনজিও এটি অনুস্বাক্ষর করে। তুরস্কের ইস্তানবুলে ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিটে গ্র্যান্ড বারগ্যান (GB) নামের মাইলফলক প্রতিশ্রুতিমালা ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রায় সব প্রধান দাতা দেশ, জাতিসংঘ অঙ্গসংস্থা এবং আইএনজিও নেটওয়ার্ক জিবি প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষর করেছে। প্রাথমিকভাবে স্থানীয়করণ, স্বচ্ছতা এবং অংশগ্রহণের বিষয়ে ১০টি মূল নির্দেশকের অধীনে পরিমাপযোগ্য ৫১টি সূচক সমৃদ্ধ এই গ্র্যান্ড বারগেন এ ধরনের প্রথম ঘোষণাপত্র বা অঙ্গিকারনামা। এর পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী চলেছে 'কার্যকর উন্নয়ন সহায়তা' থেকে 'কার্যকর উন্নয়নে' যাওয়া বিষয়ক আলোচনা। জাতিসংঘ সংস্থা ও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পক্ষ এবং বিশ্বব্যাংকের মতো বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি এসব আলোচনার আয়োজন করে। আলোচনার ধারাবাহিকতায় বেশ কয়েকটি মাইলফলক চুক্তি বা সনদ গৃহীত হয়। বিশেষ করে মন্টেরে কসসেনসাস (২০০২), প্যারিস ডিক্লেরাশন অন এইড ইফেকটিভনেস (২০০৫), আক্রা এজেন্ডা ফর ডেভেলপমেন্ট ইফেক্টিভনেস (২০০৮), বুশান পার্টনারশিপ ফর ইফেক্টিভ ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (২০১১) এবং সর্বশেষ নাইরোবি ডিক্লেরাশেন অন ডেভেলপমেন্ট ইফেকটিভনেস (২০১৬)। এই ধারাবাহিকতায় অন্যতম প্রধান একটি অর্জন হলো গ্লোবাল প্লাটফরম ফর ইফেকটিভ ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন বা GPEDC। এই আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্র, বেসরকারি খাত এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী জিপিইডিসি'র কো-চেয়ার, জার্মানি ও উগান্ডার অর্থমন্ত্রীগণও যৌথভাবে কো-চেয়ার হিসেবে আছেন। এই প্রক্রিয়াটি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমান অংশীজন হিসেবে নাগরিক সমাজের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেয়। বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রকে প্রথম, বেসরকারি বা বাজারকে দ্বিতীয় এবং সুশীল সমাজকে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ খাত বা উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে বিবেচনা করে। উপরোল্লেখিত বৈশ্বিক আলোচনা প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশী সুশীল সমাজ সংগঠন (CSO)/এনজিও সবসময়ই সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। ২০১৬-২০১৯ সময়ের মধ্যে কার্যকর উন্নয়নের বিষয়ে বেশকিছু কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। দেশব্যাপী ৮টি বিভাগে এবং ২৪ টি জেলায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে তিনটি নির্দিষ্ট ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যথা: (ক) কিভাবে সিএসও / এনজিওগুলি আরও বেশি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে (খ) সরকার, উন্নয়ন সহযোগী (আইএনজিও,

	দাতা সংস্থা) থেকে আমরা কী সহযোগিতা আশা করি, এবং (গ) আমরা কিভাবে বৃহত্তরভাবে সরকারের সঙ্গে ইতিবাচক অংশগ্রহণ, সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধন করতে পারি। এই পরিকল্পিত জাতীয় সম্মেলনটি দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মসূচি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল এবং অবস্থান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারকদের সামনে উপস্থাপন করার চূড়ান্ত পদক্ষেপ, এছাড়াও এর মাধ্যমে সুশীল সমাজ ও এনজিওগুলো তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, এসডিজি ও ভিশন ২০২১ এবং ২০৪১ পূরণে নিজেদের অবদান রাখার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করবে।
অংশগ্রহণের মানদণ্ড	নির্দিষ্ট কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে ৬৪ টি জেলার প্রতিটি থেকে কমপক্ষে ৫জন এনজিও / সিএসও নেতা এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করবেন। মানদণ্ডের কয়েকটি হতে পারে: উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং দীর্ঘমেয়াদে তাঁর/তাঁদের সক্রিয় থাকার সম্ভাবনা, দরিদ্র এবং সংকটগ্রস্ত মানুষের প্রতি সংবেদনশীল, রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ভাবমূর্তির অধিকারী ইত্যাদি। একটি অংশগ্রহণমূলক এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা হবে এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। জেলা অংশগ্রহণকারী ৩২০, ছোট আকারের ক্ষুদ্রঋণদারী প্রতিষ্ঠান ৫০ (তাদের নিজস্ব অর্থায়নে), ঢাকা ভিত্তিক এনজিও নেতা ৫০, জাতিসংঘ সংস্থা ও আইএনজিও প্রতিনিধি, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ৭৫, স্বেচ্ছাসেবক ৫০, সর্বমোট ৫৪৫ জন।
মূলনীতি ও বিভিন্ন সেশন পরিচালনা পদ্ধতি	১. আমরা যতটা সম্ভব অংশগ্রহণমূলক/ 'সবাইকে সম্পৃক্ত করার পদ্ধতি' অনুসরণ করবো, যাতে বিভিন্ন ধরনের এনজিও / সিএসও আমন্ত্রিত হয় এবং অংশগ্রহণ করতে পারে। ২. আলোচক এবং সেশন পরিচালনাকারীদেরকেও বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক থেকে নির্বাচন করা হবে, যাতে তারা কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং পুরো প্রক্রিয়াটির সঙ্গে কার্যকরভাবে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারেন, এবং বিভিন্ন সেশনের ফলাফলমুখী মূল বার্তাগুলি তুলে আনতে পারেন। ৩. অনুবাদ করার কিছু সরঞ্জাম থাকবে, বিদেশী অংশগ্রহণকারীগণ যেন সঠিকভাবে বুঝতে পারেন সে জন্য ইংরেজিতে একযোগে অনুবাদের ব্যবস্থা থাকবে। ৪. প্রতিটি আলোচনায় প্যানেল সদস্যগণ মন্তব্য করার জন্য সর্বোচ্চ ৬০ সেকেন্ড এবং অংশগ্রহণকারীগণ ৩০ সেকেন্ড সময় পাবেন। এই ধরনের অনুরোধ জানিয়ে সমস্ত প্যানেল সদস্য এবং অংশগ্রহণকারীদের কাছে একটি লিফলেট দেওয়া হবে। সবশেষে প্যানেল সদস্যগণ চূড়ান্ত মন্তব্য প্রদানের জন্য ৬০ সেকেন্ড সময় পাবেন।
আলোচ্যসূচি	৯.৩০ থেকে ১০.০০টা– ৩০ মিনিট: জাতীয় সংগীত এবং উদ্বোধনী বক্তৃতা: **বাংলাদেশের জন্য একটি সক্রিয় এনজিও/সিএসও খাত কেন প্রয়োজন?** ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ এবং মিজ মিয়া সাপো, জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি (১০ মিনিট+১০ মিনিট বক্তৃতা এবং ১০ মিনিট প্রশ্নোত্তর)। ১০.০৫ থেকে ১১.১৫টা– ৭০ মিনিট: প্যানেল এক: **আমরা এনজিও/সিএসও দায়বদ্ধ, জনগণ আমাকে কিভাবে মনিটর করছে?** (৪–৫ জন প্যানেল সদস্য এবং ২ জন অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী, ক্যাফে ধরনের আলোচনা, এবং প্রশ্নোত্তর)। ১১.১৫ থেকে ১১.৪৫টা– ৩০ মিনিট: চা বিরতি ১১.৪৫ থেকে ১৩.০০টা– ৭৫ মিনিট: প্যানেল দুই: **স্থায়িত্বশীল এবং সার্বভৌম খাত হিসেবে গড়ে উঠতে এনজিও/সিএসও কী ধরনের সহযোগিতার প্রত্যাশা করে?** (৪–৫ জন প্যানেল সদস্য এবং ২ জন অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী, ক্যাফে ধরনের আলোচনা, এবং প্রশ্নোত্তর)। ০১.০০ থেকে ০২.০০টা– ৬০ মিনিট: দুপুরের খাবারের বিরতি ০২.০৫ থেকে ০৩.৩০টা– ৭৫ মিনিট: প্যানেল তিন: **এসডিজি, ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন এবং স্থানীয় এনজিও/সিএসও** (৪–৫ জন প্যানেল সদস্য এবং ২ জন অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী, ক্যাফে ধরনের আলোচনা, এবং প্রশ্নোত্তর)। ০৩.৩০ থেকে ০৪.০০টা– ৩০ মিনিট: চা বিরতি

	০৪.০০ থেকে ০৫.১৫টা– ৭৫ মিনিট: সমাপনী: **আমাদের আত্মপ্রতিজ্ঞা, কিভাবে আমরা একটি ন্যূনতম সাধারণ অবস্থান গ্রহণ করবো এবং তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাব** (৪–৫ জন প্যানেল সদস্য এবং ২ জন অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী, ক্যাফে ধরনের আলোচনা, এবং প্রশ্নোত্তর)।
প্যানেল আলোচনায় মূল আলোচক হিসেবে আমন্ত্রিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ	১. ড. গওহর রিজভী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ২. ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ ৩. ড. আতিউর রহমান, সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক ৪. জনাব মো.আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ৫. একেএম সালাম , মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক বুরো
প্যানেল আলোচক হিসেবে আমন্ত্রিত দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ এবং আইএনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ	১. মিয়া সাপো, জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি ২. ঢাকাস্থ দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ৩. আইএনজিও ফোরামের প্রতিনিধি বৃন্দ
প্যানেল আলোচক হিসেবে আমন্ত্রিত আন্তর্জাতিক অংশীজন	১. পিয়েরে হুসেলম্যান, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, এইচকিউএআই, জেনেভা ২. জেরিমি ওয়ালার্ড, এশিয়া রিপ্রেজেন্টেটিভ, আইসিভিএ, ব্যাংকক ৩. এনে স্ট্রিট, চার্টার ফর চেঞ্জ লিডারশিপ ৪. নিক গুটমেন, চার্টার ফর চেঞ্জ লিডারশিপ/হিউম্যানিটারিয়ান ডিরেক্টর, ক্রিস্টিয়ান এইড ৫. মিজ আনিটা কাট্টাকুজি এবং অক্সফাম ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি বৃন্দ ৬. নিবেদিতা দত্ত, ভানি, দিল্লি ৭. নানেট এন্টিকুইডা, ন্যাশনাল এন্টি পোভার্টি কমিশন, ফিলিপিন্স ৮. সুধাংশু সিং, আন্তর্জাতিক সমন্বয়কারী, A4EP
প্যানেল আলোচক/মডারেটর হিসেবে আমন্ত্রিত বাংলাদেশের এনজিও এবং বিভিন্ন নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিবৃন্দ	১. রোকেয়া কবির, বিএনপিএস ২. রাশেদা কে চৌধুরী, গনসাক্ষরতা অভিযান ৩. শাহীন আনাম, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ৪. ড. আব্দুল মতিন, বাপা ৫. এস এন কৌরি, ফেডারেশন অব এনজিওস বাংলাদেশ (এফএনবি) ৬. জয়ন্ত অধিকারী, এসোসিয়েশন অব ডেভ. এজেন্সিস ইন বাংলাদেশ (এডাব) ৭. মোরশেদুল আলম সরকার, ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ) ৮. আব্দুল আউয়াল, সিডিএফ ৯. রফিকুল ইসলাম, এফএনবি ১০. একেএম জসিম উদ্দিন, এডাব ১১. আব্দুল আওয়াল, এনআরডিএস ও সুপ্র ১২. মোহাম্মদ মহসীন আলী, ওয়েব ফাউন্ডেশন
প্যানেল আলোচক হিসেবে আমন্ত্রিত গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব	১. মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, সিইও, একুশে টেলিভিশন
প্রত্যাশিত ফলাফল	(১) জবাবদিহিতার সনদ, (২) সরকার, আইএনজিও ও জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর কাছে প্রত্যাশিত সহযোগিতার একটি সংশোধিত তালিকা, (৩) এসডিজি লক্ষ্য অর্জন এবং ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে স্থানীয়/জাতীয় এনজিওদের ভূমিকার উপর একটি প্রতিবেদন/ তথ্যভাণ্ডার, (৪) সনদগুলোর ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল
যোগাযোগ	রেজাউল করিম চৌধুরী, reza@coastbd.net, মোবাইল ০১৭১১৫২৯৭৯২ মোস্তফা কামাল আকন্দ, kamal@coastbd.net, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১
সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট	কনফারেন্সের সকল তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন এবং প্রকাশনা পাওয়া যাবে এই ওয়েবসাইটগুলোতে www.bd-cso-ngo.net, www.coastbd.net, www.equitybd.net.